বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ওয়েবসাইট : www.bangladeshbank.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৮ /২০১৩

তারিখ ঃ ১৪/০৭/ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৯/১০/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী

সকল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী ,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী পরিপালন সংক্রান্ত অনুসরণীয় বিষয়াবলীর উপর প্রণীত গাইডলাইন্স জারী প্রসঙ্গে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(ব)(ঐ, ও, ঔ এবং অঅ) ধারায় এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২০(ঐ, ও, ঔ এবং অঅ) ধারায় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী ,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট কে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.০ বিগত ১৩ মার্চ, ২০১৩ তারিখে বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয় এবং উক্ত ফোকাস গ্রুপ তাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী ,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট এর ব্যবসার ব্যাপ্তি, প্রকৃতি, কার্যাবলী, আইনী কাঠামো এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদন্ডের বিবেচনায় তাদের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংঘটিত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবেলার সহায়ক হিসেবে "Guidelines on prevention of money laundering & combating financing of terrorism for Designated Non Financial Businesses and Professions" শীর্ষক একটি গাইডলাইন্স প্রণয়ন করেছে।

৩.০ এক্ষণে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু ও পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী ,অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট এর ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধকল্পে অনুসরণীয় নির্দেশনা সম্বলিত বর্ণিত গাইডলাইন্সটি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২এর ২৩ (ঘ) ধারা ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯

এর ১৫(১)(জ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পরিপালনের জন্য জারী করা হলো; যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট (http://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/circulars.php) হতে ডাউনলোড করা যাবে।

এ সার্কুলারে বর্ণিত গাইডলাইন্সটির নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/-

(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং- বিএফআইইউ (পলিসি) ০৩/২০১২-

তারিখ : উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-
(জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী নয়)

১. সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৬. রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ, ঢাকা।
৭. ডাইরেক্টর ট্রেড অর্গানাইজেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৯. প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১০. প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি, নীলক্ষেত, ঢাকা।
১১. প্রেসিডেন্ট, , রিহ্যাব, ১/জি, ন্যাশনাল প্লাজা, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
১২. প্রেসিডেন্ট, , বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, ৩ বায়তুল মোকাররম মার্কেট (তৃতীয় তলা), ঢাকা।
১৩. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/সদরঘাট,ঢাকা/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, ৪২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।
১৫. চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ, ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা।
১৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল তফসিলী ব্যাংক ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
১৭. নির্বাহী পরিচালক, গভর্নর মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৯. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২০. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
২২. মহাসচিব, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, বিএসআরএস ভবন, ১০ম তলা, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ মাসুদ রানা)
উপ পরিচালক
ফোন : ৯৫৩০০১০-৭৫/২৪৬৭

GUIDELINES ON PREVENTION OF MONEY LAUNDERING & COMBATING FINANCING OF TERRORISM

FOR

DESIGNATED NON- FINANCIAL BUSINESS AND PROFESSIONS

BANGLADESH FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
BANGLADESH BANK

Focus Group

Convener

Mr. Jabed Ahmed
Director (Joint Secretary), Trade Organization
Ministry of Commerce.

Member

Mr. Prosanta Kumar Das
Director (Joint Secretary)
Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK).

Mr. Md. Abdur Rashid
Deputy Registrar (Deputy Secretary)
Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC).

Mr. Md. Afzalur Rahman
Deputy Secretary
Bangladesh Bar Council.

Mr. Shah Momin
Senior Assistant Secretary
Ministry of Finance.

Dr. Khaleda Parven
Senior Assistant Secretary
Legislative & Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs.

Mr. Md. Ruhul Amin
Assistant Trade Consultant
Ministry of Commerce.

Engr. Anisuzzaman Bhuiyan Rana
Secretary General
Real Estate and Housing Association of Bangladesh, REHAB

Dr. Dewan Aminul Islam, MBBS
Secretary General
Bangladesh Jewellers Association.

Mr. Md. Syful Islam, FCA, FCMA
Council Member & Former President
Institute of Chartered Accountants Bangladesh (ICAB).

Member Secretary

Mr. Md. Masud Rana, CAMS
Deputy Director
Bangladesh Financial Intelligence Unit, Bangladesh Bank.

Preface

The techniques of Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) are ever evolving process. The methods and techniques used for money laundering and terrorist financing are changing in response to developing counter measures. Financial Action Task Force (FATF), the international standard setter for AML/CFT, has introduced 40+9 recommendations aiming to money laundering (ML) and financing of terrorism (TF), which applicable to all countries around the globe. Afterwards, in 2012 FATF has revised its 40+9 recommendations and introduced a new set of 40 recommendations by merging them.

In line with the international standards and initiatives, Bangladesh Government has passed Money Laundering Prevention Act (MLPA), 2002. After several amendments in several years a new Money Laundering Prevention Act, 2012 has been passed in 2012. The Government has also enacted Anti Terrorism Act (ATA) in 2009 aiming to combat terrorism and terrorism financing and this Act was also amended in 2012 and 2013. Both the Acts have empowered Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), Bangladesh Bank (BB) to perform the anchor role in combating ML/TF through instructing reporting agencies and building awareness among the stakeholders.

This Guideline titled "Guidelines on prevention of money laundering & combating financing of terrorism for Designated Non-Financial Businesses and Professions (referred herein as Guideline)" will be applicable for Designated Non-Financial Businesses and Professions as describes in section 2(w) (ix-xii) of Money Laundering Prevention Act, 2012 (MLPA, 2012), i.e. real estate developer, dealer in precious metals or stones, trust and company service provider, lawyer, notary, other legal professional and accountant (referred herein as DNFBP); and section 2(20)(i, j, k, l) in Anti Terrorism Act (ATA), 2009. This Guideline has been prepared specially for DNFBP to enable them to keep in place an effective preventative measures against ML/TF related issues which leads to establish ML/TF risks free business.

BFIU has issued this Guideline in pursuant to section 23 of MLPA, 2012 and is deemed to be the best practice paper for the AML/CFT compliance. Having identified the vulnerabilities of DNFBPs being abused by money launderers and terrorist financiers, BFIU, as part of its supervisory process, will assess the adequacy of procedures adapted to AML/CFT by the DNFBP and the degree of compliance with such procedures. This guideline is designed to enable DNFBPs to undertake its function in consistence with the Bangladesh's AML/CFT laws and regulations. An overriding aim of this Guideline is to ensure that appropriate identification information is obtained in relation to their Clients by DNFBPs. This is not only to assist the detection of suspect transactions but also to create an effective "audit trail" in the event of an investigation, if necessary.

Table of contents

CHAPTER ONE : The Objective Page

1.1Introduction..... 1

1.2 International Standards and way forward..... 1

CHAPTER TWO: Basics of Money Laundering and Terrorist Financing

2.1Introduction..... 3

2.2 What is Money Laundering 3

2.3 What is Terrorist Financing 5

2.4 Why is AML/CFT Important? 7

2.5 What need to do in short? 7

2.6 The Role of the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)..... 11

2.7 Role of the respective regulators of DNFBPs..... 11

CHAPTER THREE: Suspicious indicators and case examples

3.1 Introduction 16

3.2 Lawyer, notary, other legal professionals and Accountants 16

3.2.1 Suspicious Activity Indicators..... 17

3.2.2 Some case examples..... 18

3.3 Real Estate Developer..... 19

3.3.1 Suspicious Activity Indicators: customer identification..... 20

3.3.2 Suspicious Activity Indicators: the transaction..... 20

3.3.3 Suspicious Activity Indicators: others..... 20

3.3.4 Some case examples..... 20

3.4 Dealers in Precious Metals and Stones 23

3.4.1 Suspicious Activity Indicator for retail market..... 23

3.4.2 Suspicious Activity Indicator for wholesale market..... 24

3.4.3 Some case examples..... 25

3.5 Trust and Company Service Providers..... 27

3.5.1 Suspicious Activity Indicators..... 27

3.5.2 Some case examples..... 28

CHAPTER FOUR: Compliance program for DNFBPs

4.1 Introduction..... 31

4.2 Risk Assessment..... 31

4.3 Commitment for AML/CFT Compliance Regime..... 32

4.4 Client Due Diligence (CDD)..... 32

4.4.1 Identification of Clients 33

4.4.2 Timing of CDD 34

4.4.3 Enhanced Due Diligence (EDD) 36

4.4.4 Identifying and Dealing with Politically Exposed Persons (PEPs)..... 36

4.4.5 Ongoing Due Diligence..... 36

4.4.6 Non-face to face customer 37

4.4.7 Reliance of third party 37

4.4.8 Suspicious transaction/activity monitoring and reporting..... 37

4.4.9 Cash Transaction Report..... 38

4.4.10 Other issues..... 38

4.5 Non -disclosure of reporting 39

4.6 Safe harbor for reporting..... 39

4.7 Regulatory cooperation..... 39

4.8 Staff awareness and training..... 40

4.9 Record keeping..... 40

Annexure : STR & CTR Reporting and respective laws

List of Abbreviations

ML/TF	Money Laundering/Terrorist Financing
AML/CFT	Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
ATA	Anti Terrorism Act
BB	Bangladesh Bank
BDT	Bangladesh Taka
CMI	Capital Market Intermediaries
CDD	Client Due Diligence
CTC	Counter Terrorism Committee
DNFBP	Designated Non Financial Business and Professions
FATF	Financial Action Task Force
FCBs	Foreign Commercial Banks
FIU	Financial Intelligence Unit
GoB	Government of Bangladesh
ICRG	International Cooperation Review Group
KYC	Know Your Client
MLPA	Money Laundering Prevention Act
MLPO	Money Laundering Prevention Ordinance
NCC	National Coordination Committee on AML/CFT
SRO	Self Regulatory Organization
STR	Suspicious Transaction Report
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption
UNODC	UN Office on Drugs and Crime
UNSCR	United Nations Security Council Resolution

Chapter: One
The Objectives

1.1 Introduction:

This guideline is designed to help accountants, lawyers, real estate developers, dealer in precious metals and stones and trust and company service providers (as referred as Reporting Organization in section 2 (w) of Money Laundering Prevention Act, 2012) , and their employees, gain a better understanding of the following:

- Money laundering and terrorist financing;
- Suspicious Transaction Reporting and suspicious activity indicators;
- Complete compliance program including customer due diligence and keeping;
- International regulatory standards.

After reading this guideline, once should be able to:

- understand one's responsibilities in respect of anti-money laundering and counter- terrorist financing;
- appreciate the risks of money laundering and terrorist financing specific to sectors;
- identify suspicious transactions in the course of business; and
- understand one's legal obligations to report suspicious transactions.

1.2 International Standards and way forwards

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) is an inter-governmental body formed in 1989. It sets international standards, develops and promotes policies and best practices to combat money laundering and combating terrorist financing. The original FATF 40 Recommendations, which set the

international standards against money laundering, were first drawn up in 1990. The Recommendations were revised in 1996 and 2003 subsequently. In 2001, the FATF expanded its mandate to deal with the issue of the financing of terrorism, and introduced the 09 Special Recommendations against terrorist financing. Afterwards in 2012 FATF has further revised its 40+9 Recommendations and produces revised new set of 40 Recommendations. These FATF Recommendations extend the anti-money laundering requirements to six Designated Non-financial Businesses and Professions, which include accountants, casinos, estate agents, lawyers, precious metals and precious stones dealers, and trust and company service providers. Similar to financial institutions, they are required to conduct customer due diligence, keep proper records and report suspicious transaction. The FATF Recommendations specifically require these three requirements to be stipulated in the laws of the each country. Suspicious transaction reporting, customer due diligence and record keeping obligation has already been set out in the relevant legislation in Bangladesh (Section 25 of Money Laundering Prevention Act, 2012 and section 16 of Anti Terrorism Act, 2009). The DNFBPs are required by law, when doing a transaction with a customer, with or without a threshold or a specific situation:

- ask the customer to produce his/her proof of identity;
- identify the beneficiary of the transaction (if the transaction is done through an agent or an intermediary);
- keep record of each and every transaction for a specified period; and
- Report to the BFIU in case of any suspicion related to ML/TF etc.

Chapter: Two

Basics of Money Laundering and Terrorist Financing

2.1 Introduction

Every Reporting Organization, which includes DNFBPs in Bangladesh, is required to put in place anti-money laundering program for their business and provide anti-money laundering training to their employees. The Reporting Organizations, including DNFBPs are subject to be inspected by the Bangladesh Financial intelligence Unit (BFIU), and they may be sanctioned if the companies/business does not meet their legal obligations.

The Government is still deliberating the best regulatory model for the Reporting Organization in terms of AML/CFT. At this stage, BFIU consider a capacity building and educational approach rather than a punitive approach more appropriate. BFIU will strike a good balance between compliance with international standards and the business interest.

2.2 What is Money Laundering?

In a simple word, “money laundering” covers all kinds of methods used to change the identity of illegally obtained money (i.e. crime proceeds) so that it appears to have originated from a legitimate source.

A money laundering scheme will therefore usually involve a combination of several different techniques and vehicles, which may not necessarily involve the conventional financial sector. Accountants, lawyers, real estate developers, precious metals and precious stones dealers and trust and company service providers are all known to have been employed in money laundering schemes worldwide.

Pursuant to the Section 2 of the Money Laundering Prevention Act, 2012 -

“Money Laundering” means –

(i) knowingly move, convert, or transfer proceeds of crime or property involved in an offence for the following purposes:

(1) concealing or disguising the illicit origin/nature, source, location, ownership or control of the proceeds of crime; or
(2) assist any person for evading the legal consequences of his or her action who is involved in the commission of the predicate offence;

(ii) smuggle funds or property abroad earned through legal or illegal means;

(iii) knowingly transfer or remit the proceeds of crime into or out of Bangladesh with the intention of hiding or disguising its illegal source;

(iv) conclude or attempt to conclude financial transactions in such a manner as to avoid reporting requirement under this Act.

(v) convert or movement or transfer property with the intention to instigate or assist the carrying out of a predicate offence;

(vi) acquire, possess or use property, knowing that such property is the proceeds of a predicate offence; or

(vii) perform such activities so that illegal source of the proceeds of crime may be concealed or disguised; or

(viii) participate in, associate with, conspire to commit, attempt to commit or abet, instigate or counsel to commit any offences mentioned above.

While the techniques for laundering illicit funds vary considerably and are often highly intricate, there are generally three stages in the process:

- Placement:

  involves placing the crime proceeds in the financial system (e.g. depositing cash into a bank account, exchange currency of small denominations to currency of large denominations);

- Layering:

  involves converting the proceeds of crime into another form and creating complex layers of financial transactions to disguise the audit trail and the source and ownership of the funds (e.g. buying precious metals or stones with cash, buying and selling of stocks, commodities or properties; taking out and repaying a loan); and

- Integration:

  involves placing the laundered proceeds back in the economy under a veil of legitimacy.

These three stages are not distinct. They are very often overlapping with each other and repeated, making tracing of crime proceeds and their sources difficult.

In Bangladesh, crime proceeds are generated from various illegal activities. They can be derived from corruption including bribery , drug trafficking, smuggling, illegal gambling, blackmail, extortion, loan sharking, tax evasion, controlling prostitution, robbery, theft, fraud, copyright infringement, insider dealing and market manipulation.

2.3 What is Terrorist Financing?

Terrorist financing can be defined in simple terms as the financial support, in any form, of terrorism or of those who encourage, plan, or engage in terrorism. Money laundering and terrorist financing manipulations are similar, mostly having to do with concealment and disguise.

Money launderers will send crime proceeds through legal channels in order to conceal its criminal origin, whilst terrorist financiers will transfer funds that may be derived from legal or illicit origin in such a way as to conceal their source and ultimate use, i.e. support of terrorism.

Pursuant to the section 7 of the Anti Terrorism (amendment) Act, 2009, financing of terrorism means:

(1) If any person or entity knowingly supplies or expresses the intention to supply money, service, material support or any other property to another person or entity and where there are reasonable grounds to believe that the full or partial amount of the same have been used or may be used for any purpose by an individual terrorist, terrorist entity or terrorist group or terrorist organization then he or she or the said entity shall be treated committing the offence of financing for terrorist activities.

(2) If any person or entity knowingly receives money, services, material support or any other property from another person or entity and where there are reasonable grounds to believe that full or partial amount of the same have been used or may be used for any purpose by an individual terrorist, terrorist entity or terrorist group or terrorist organization, then he or she or the said entity shall be treated committing the offence of financing for terrorist activities.

(3) If any person or entity knowingly makes arrangements for collecting money, services, material support or any other property for another person or entity and where there are reasonable grounds to believe that the full or the partial amount of the same have been used or may be used for any purpose by an individual terrorist, terrorist entity or terrorist group or terrorist organization then he or she or the said entity will be treated committing the offence of financing for terrorist activities.

(3) If any person or entity knowingly instigate in such a manner, another person or entity to supply, receive, or arrange money, services, material support or any other property and where there are reasonable grounds to believe that the full or the partial amount of the same have been used or may be used for any purpose by an individual terrorist, terrorist entity or terrorist group or terrorist organization then he or she or the said entity will be treated committing the offence of financing for terrorist activities.

2.4 Why is Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Important?

As part global efforts, it is very important for Bangladesh to maintain effective anti-money laundering (AML) and counter financing of terrorism (CFT) regime, which is inevitable to maintain the integrity and stability of financial system in Bangladesh. Money laundering and terrorist financing can have devastating consequences to the whole community.

In the absence of an effective regime against money laundering and terrorist financing in accordance with the international standards, the money launderers and terrorists and their associates will have the opportunities to generate illicit funds and provide to continue the illegal activities. Furthermore, the terrorists and criminals will take the charge of the business and consequently, the reputation of Bangladesh before the international community will come in questions and invoke them to make measures against the interests of Bangladesh.

Both money laundering and terrorist financing are criminal offences under the Laws of Bangladesh. According to MLPA, 2012 and ATA, 2009 (including amendment of 2012), aiding, assisting and abetting in such offence is also treated as offences in various sections. Taking an indifferent attitude or turning a blind eye to a transaction known or have reasonable grounds to believe that crime proceeds/terrorist funds are involved, may result in conviction for the above offences.

2.5 What you need to do in short?

Anti-money laundering and counter-terrorist financing is everyone's responsibility. However, some sectors face a greater risk of coming across crime proceeds or terrorist property than others, e.g. accountants, lawyers, real estate developers, precious metals and precious stones dealers and trust and company service providers, etc.

In that case one of the first obligations of DNFBPs is to identify, assess and understand the particular ML and TF risks faced by their business and to act to address those risks. To do this a DNFBP must carry out a risk assessment.

When a DNFBP comes across any property, which are known or suspect to be crime proceeds or terrorist property, it should submit a Suspicious Transaction Report (STR) to the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), which will reduce their ML/TF risks as well.

Reporting of STR is also a legal obligation for DNFBPs under both MLPA, 2012 and ATA, 2009. A STR should include the following information:

- Personal particulars and contact details of the individuals or entities involved in the suspicious activity;
- Details of the suspicious activity;
- The suspicious activity indicators observed; and
- Any explanation provided by the subject of the STR when questioned about the transaction or activity.

Failing to report knowledge or suspicion of crime proceeds or terrorist property is a punishable by the both Laws. If a DNFBP deal with such property knowing or having reasonable grounds to believe that the property is crime proceeds, then it may have committed the offence of money laundering.

It should be noted that the crime from which the proceeds were derived does not need to have taken place in Bangladesh, e.g. if DNFBP comes across certain property in Bangladesh, which are known or suspect is proceeds of crime in an overseas country, it should also report its knowledge of suspicion to the BFIU. Again, failure to report knowledge or suspicion of such property and dealing with such property are punishable under both Laws.

To prevent DNFBPs from exploitation by money launderers and terrorist financiers, and protect them from unwittingly committing the money laundering and terrorist financing related offences described above, in addition to reporting suspicious transactions, they are required to always conduct Customer Due Diligence (CDD), maintain proper records of transactions and have in place a proper internal control system.

Besides reporting suspicious transactions, CDD and record keeping are two of the "core" money laundering and terrorist financing counter-measures adopted by the international community and have been implemented in the banking, securities, leasing, NGOs/NPOs, Post Offices, money changers and insurance sectors. BFIU has been issued this Guideline in consultation with the relevant respective regulators. CDD means "Know Your Customers and their transactions" and conducting ongoing monitoring of the business relationship, i.e.:

- know who you are actually dealing with;
- know the beneficiaries of the transactions;
- know the purposes and nature of the transactions; and
- know the sources of the funds involved.

The ways of gathering this information may vary from business to business. For some businesses, the relevant information about the clients and the transactions may have been required by applicable laws or established practices. For others, members of the trade may need to do their own checks. In most cases, asking the customers for the information skillfully would do, e.g. by tactfully posing questions in the midst of promoting products or services that may be of interest to the customers.

Persons engaged in legitimate business activity, generally, will have no objection to, or hesitation in answering such questions. Persons involved in illegal activity, however, are more likely to be evasive, to refuse to answer or provide a fabricated answer. The manner in which a customer answers such questions may be an indication of the suspicious nature of the transaction or activity.

In order to prevent money laundering and terrorist financing, it is important that businesses in various sectors should establish and maintain internal policies, procedures and controls. These policies, procedures and controls, which must be communicated to employees, should cover CDD, record keeping and suspicious transaction reporting.

At a minimum, businesses should designate an AML/ CFT compliance officer at the management level, whose responsibilities should include overseeing the implementation of the above-mentioned internal policies, procedures and controls. To this end, the compliance officer and other appropriate staff should have timely access to information/data obtained in the CDD process, transaction records and other relevant information.

Independent audits should be carried out to test compliance with the internal policies, procedures and controls.

Induction and on-going employee training programs should be introduced in order to establish and maintain employees' vigilance in AML/CFT matters, in particular, CDD, record keeping and suspicious transaction reporting.

Business should put in place screening procedures to ensure high standards in the recruitment process.

Though CDD, record keeping, suspicious transaction reporting and internal controls have been practiced in our banking, leasing, securities and insurance sectors for several years, they may be new to DNFBP sector and may present challenges to them to implement AML/CFT policies and procedures. To overcome such challenges management commitment, capacity building and cultural change in DNFBP sector and amongst their customers may be required. It may take some time to incorporate these measures in their daily practice. Most important of all is to start practicing them now:

- Customer Due Diligence
- Record Keeping
- Suspicious Transaction Reporting
- Internal Control

2.6 The Role of the Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

The BFIU is an independent unit of Bangladesh Bank established under section 24 of MLPA, 2012, while it has established in 2002 (as the name of Anti Money Laundering Department). BFIU acts as a lead agency for the implementation of MLPA, 2012 and financing of terrorism related sections of ATA, 2009. It monitors the degree of compliance done by the various reporting organizations to prevent money laundering and terrorist financing.

Bangladesh has obligation to implement FATF standards i.e. FATF Forty Recommendations to prevent money laundering and terrorism financing as a part of global initiatives. BFIU overseeing the implementation of those FATF Recommendations that are related to the financial, non-financial sectors and the non-profit organizations with a view to ensuring that the anti-money laundering and counterterrorist financing measures taken by those sectors and organizations are in step with the established international standards.

The core functions of BFIU are to receive STRs from different sources, analyze them and disseminate the result of analysis to the law enforcement/competent agencies, namely, the Police, the Anti Corruption Commission for further actions.

2.7 Role of the respective regulators and Self Regulators of DNFBPs

There are some statutory, independent organizations regulating different types of DNFBPs which are also known as Self Regulatory Organizations (SRO). For example, REHAB for real estate developers, Bar Council for the legal professions, Institute of Chartered Accountant Bangladesh (ICAB) for accounting professionals and Bangladesh Jewelers Association for dealers in precious metal or stones etc. Apart from those, there are some other agencies acting as policy makers regarding the DNFBP business like Ministry of Commerce, Ministry of Public Works & Housing, Ministry of finance, Registrar of Joint Stock Companies & Firms, RAJUK and the various registration authorities.

Specific requirements for these regulators set out in FATF Recommendations and International Best Practices. A DNFBP may submit carbon copy of STR to the SRO. In that case a SROs need to maintain strict confidentiality as delineate in the section 6

of MLPA, 2012. Some SROs/regulators issue industry practice paper for their member institutions on governance or integrity and so on. Money laundering and terrorist financing issues may be one of the components of such industry practice paper. In addition to that the SRO may check the compliance of AML/CFT issues during their regular program and notify BFIU if there is any serious concern. An SRO and BFIU needs to work hand in hand for the effective implementation of the provisions laid in MLPA, 2012 and ATA, 2009.

- Institute of Chartered Accountants Bangladesh (ICAB)

The ICAB pronounces the International Accounting, Financial Reporting and Auditing Standards as Bangladesh Accounting Standards (BAS), Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and Bangladesh Standards on Auditing (BSA). A Chartered Accountant Firm appointed as an auditor reviews the Financial Statements whether they are prepared in compliance with the requirements of the BFRS. Compliance of BFRS ensures accountability, transparency and corporate governance in the enterprise. It requires providing all disclosures as required by any law and industry best practices including any fraud/forgery, tax evasion, etc.

Auditors mandatorily follow the requirements of all the BSA while conducting an audit. There is some BSA as follows help understanding and identification of Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regime:

BSA 240: The Auditors Responsibility Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements

BSA 250: Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements

BSA 260: Communication with Those Charged with Governance

BSA 265: Communicating deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management

BSA 330: The Auditors' Responses to Assessed Risk

However, being the regulator of the Accounting Profession of Bangladesh, the Institute may require its practicing members to follow the above issues through its

relevant Committees and Council. Since, the Institute is very highly committed to adhere the laws of the land; The Institute may organize adequate number of training programs for its practicing members to understand the requirement of the Money Laundering Prevention Act 2012 and Anti Terrorism Act 2009 in order to prevent the Money Laundering and Terrorist Financing.

ICAB should instruct its members to incorporate a separate observation on AML/CFT issues while they conduct audit into a Bank, Insurance, Leasing Securities companies etc.

- Real Estate and Housing Association of Bangladesh (REHAB)

  Real Estate and Housing Association of Bangladesh (REHAB) is one of the SRO; regulating the real estate sector. REHAB may play vital role by creating bridge between BFIU and real estate developers. REHAB may-

  - take necessary initiatives to cover all real estate developers as its members and ensure AML/CFT compliance as well .
  - direct all the agencies to follow AML/CFT procedures (i.e. KYC, Record Keeping, CTR, STR etc.) strictly.
  - check the compliance of the members and impose penalty for lapses.
  - arrange capacity building (training, workshop, seminar etc.) program for real estate developers.
  - may receive STR from its member and forwarded that to BFIU ensuring confidentiality as stated in section 06 of MLPA, 2012.
  - assist BFIU or other law enforcement agencies.

  RAJUK also require checking AML/CFT compliance status of the real estate developers while they act as a regulator for real estate sector. On the other hand they need ensure the compliance of AML/CFT norms (i.e. KYC, Record Keeping, CTR, STR etc.) at their own while they are doing business as a real estate agents or developers.

- Jewelers and other Related Association

  Jewelers Association of Bangladesh, Bangladesh Bullion Association or other association related with gold or precious metal or stones the SROs; regulating the gold or precious metal or stones sector. These associations should play vital role by

creating bridge between BFIU and individual business entity or outlet in this sector. The respective association may-

- direct all the agencies to follow AML/CFT procedures (i.e. KYC, Record Keeping, CTR, STR etc.) strictly.
- arrange capacity building (training, workshop, seminar etc.) program for their members.
- check the compliance of the members and impose penalty for lapses.
- assist BFIU or other law enforcement agencies.

- Bangladesh Bar Council and lawyer Association

  Bangladesh Bar Council and different lawyer association are the SROs; regulating the lawyers and notaries. These associations should play vital role by creating bridge between BFIU and individual professionals or entity in this sector. The respective association may oversee following AML/CFT issues-

  - Bangladesh Bar Council may impose condition to follow the AML/CFT norms while they issue practicing license.
  - Bangladesh Bar Council may also direct the every lawyers association that for following AML/CFT norms (i.e. KYC, Record Keeping, CTR, STR etc.).
  - respective lawyer association put an obligation for their member to comply with MLPA, 2012 and ATA, 2009 (including amendment of 2012)
  - check the compliance of the members and impose penalty for lapses.
  - assist BFIU or other law enforcement agencies.

- Registrar of Joint Stock Companies and Firms

  Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) is a regulator for all sorts of incorporated businesses and required to play very important role for prevention of money laundering and combating financing of terrorism. Identifying their importance FATF has issued 2 specific Recommendations (FATF recommendation 24 and 25) in relation to them. On the other hand RJSC has identified one of the key agencies

under the National Strategy for Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (2011-2013) published by Government of People's Republic of Bangladesh with some specific duties and responsibilities.

Regarding the AML/CFT issues the RJSC should ensures the followings:

- Obtain and record basic information (company name, date of incorporation, legal form or status, addresses, list of directors etc.) related to formation of legal entities (different forms of companies) and legal arrangements (eg. trust and similar arrangements).
- They also need to keep the beneficial ownership (ownership and control structure and regulating persons i.e. majority shareholders or influencing member on decision making) information related legal entities or legal arrangements.
- RJSC should ensure that the recorded basic and beneficial ownership information are accurate and up to date and accessible by competent authorities.
- RJSC should incorporate such condition that they may cancel license if any financial institutions and DNFBP fails to comply with the AML/CFT regime in Bangladesh. They should also take such decision while BFIU or other competent authority requests them to do so.
- RJSC should conduct AML/CFT risk assessment related with particulars forms of legal entities or legal arrangements.
- RJSC should assist BFIU or other law enforcement agencies.

Chapter: Three

Suspicious indicators and case examples

3.1 Introduction

In this part, we are going to cover suspicious activity indicators and case examples specific to individual sectors of DNFBPs which enable to learn them more about money laundering and terrorist financing risks specific to DNFBP sector. Though the information is sector specific, you are recommended to go through the case studies of the other sectors as well. That will certainly enhance your understanding of money laundering and terrorist financing. Please note that the suspicious activity indicators listed here are not exhaustive. Suspicious transactions usually involve a number of indicators. In making assessment, businesses should not rely on this alone and should consider all pertinent information.

3.2 Lawyer, notary, other legal professional and accountant

DNFBPs, the lawyer, notary, other legal professional and accountant who prepare for or carry out transactions for their clients concerning the following activities as stated in FATF's Recommendation 22 are specifically subject to its Recommendations 10,11,12,15 and 17:

- Buying and selling of real estate;
- Managing of client money, securities or other assets;
- Management of bank, savings or securities accounts;
- Organization of contributions for the creation, operation or management of companies;
- Creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.

Accountant and legal professional provides a wide range of services, including financial and tax advice, auditing, bookkeeping, company formation and administration, trust, property transactions and introduction to banks, etc. While

these activities have their legitimate purposes, they are a very attractive gateway which criminals/terrorists would want to use for laundering crime proceeds/financing terrorism. Given the likelihood of being used for money laundering/terrorist financing purposes, accountants must be vigilant at all times and report anything suspicious to BFIU.

3.2.1 Suspicious Activity Indicators

The following are some indications of potentially suspicious activities:

(i) Complex corporate structures which obscure the ultimate beneficial ownership;

(ii) Frequent changes in the legal structure of a client's company which has no clear Justifications;

(iii) The level of activities of a client's company does not match its volume/frequency of fund flows;

(iv) Over/under invoicing of goods/services;

(v) Payments received from an un-related party without supporting business activities;

(vi) Clients are "politically exposed persons" (PEPs) or their relatives/friends;

(vii) A dormant client suddenly becomes active; and

(viii) Large/frequent international payments without underlying business transactions.

(ix) Clients come from jurisdictions which lack appropriate AML/CFT laws, regulations or other counter-measures;

(x) Clients come from jurisdictions where corruption or other criminal activities are of significant concern;

3.2.2 Some case examples:

Example 1: Business entity misused for money laundering

Mr. X was a drug trafficker who had to dispose of a large amount of cash. He decided to employ an accountancy firm to set up a company, purportedly for trading purposes.

Through the introduction of the accountancy firm, company bank accounts were opened. Cash deposits were made into the bank accounts both by Mr. X and staff of the accountancy firm.

Some of the money was then used to invest in the local property market while certain amount was sent overseas for purchase of electronic components which were then shipped to the local market for sale. By such activities, Mr. X successfully laundered huge amount of money earned through illegal activities.

Key Message

Professional service of accountants and their professional standing may be seen by criminals as vehicles to be abused in order to launder crime proceeds.

Example 2: Establishment of company/trust for money laundering terrorist financing purposes

Mr. J and Mrs. J are citizens of a foreign country. They visited another foreign country and employed an accountancy firm to establish a limited company so that they can take advantage of the local property market slow down and purchase luxury property for long term investment purpose. They presented the firm with a US$50 million issued by ABC bank and requested that amount to be deposited into the company account to be opened. Additionally, they also requested to the accountancy firm to set up a trust for charitable purposes. It was intended that 5% of the money

would be transferred to the trust. Later on, the firm received instruction from the couple that they had changed their mind and wanted to invest the money elsewhere. They requested the money be telegraphic transferred to their bank account in another country.

As to the money in the trust, Mr. J and Mrs. J requested that US$2 million be split into four equal amounts and sent to charity organizations for medical relief purposes. Moreover, an amount of US$5,000 be sent to a country of terrorist concern for charitable purpose.

Key Message

By abusing the professional service of the accountancy firm and the professional status of accountants, criminals could easily set up companies/trusts for money laundering and terrorist financing purposes.

Example 3: PEPs abuse accounting service for money laundering purpose

Mr. K was a senior politician and industrialist of country A which has a major corruption problem. Through his corrupt activities, Mr. K had in his possession a large amount of cash that he wanted to launder. Mr. K went to Hong Kong and asked a local accountancy firm to establish a limited company for him. After company bank accounts were opened, substantial deposits were made for the purchase of shares in the local stock market. The bank deposits were also used to purchase real estate in Hong Kong. Through these activities, a total of US$10 million was laundered.

Key Message

Accountants should exercise great care to prevent PEPs from abusing their professional services for money laundering purposes.

3.3 Real Estate Developer

The purchase of real estate is commonly used as part of the last stage of money laundering (integration). Large amount of illicit funds can be concealed in such a

purchase, which in turn projects an appearance of financial stability for the criminal. Hence, estate agents should be vigilant in exercising the CDD by obtaining customer's information and should comply with the record-keeping requirement and internal control procedures as stipulated by the Estate Agents Authority.

3.3.1 Suspicious Activity Indicators: Customer Identification

(i) Incommensurate background of property purchaser/seller (e.g. profession and age versus the value of transaction);

(ii) Property purchaser/seller is a shell company/offshore company (residential address/ registered in a tax haven e.g. British Virgin Islands); and

(iii) Transactions conducted by a third party (e.g. under a power of attorney).

3.3.2 Suspicious Activity Indicators: (the Transaction)

(i) Cash transactions in large amounts;

(ii) Substantial difference between the transaction price and the market price without apparent reason;

(iii) Unknown source of funds for purchasing the property;

(iv) Unusually short period for completion of sale and purchase; and

(v) Unreasonably high commission is offered to the estate agent.

3.3.3 Suspicious Activity Indicators: Others

(i) The person who negotiates the transaction and the ultimate purchaser are not the same person;

(ii) Frequent sale and purchase of properties within related parties; and

(iii) Unusual ownership history of a property.

3.3.4 Some case examples:

Example 1: Use of Shell Company in sale and purchase of property to conceal crime proceeds

A drug trafficker Mr. X purchased a property at US$ 6.5 million. He made a down payment of US$ 2.5 million in cash and took out a US$ 4 million mortgage. Three months later, he sold the property to a shell company Y, which he controlled. The company Y further sold the property to an innocent third party for the original purchase price in a month. By this means, Mr. X concealed his proceeds of crime in a shell company Y, and thereby attempted to disguise the origin of the original purchase funds.

Key Message

This case illustrates that the sale and purchase of property by a shell company could be used to conceal crime proceeds. The ownership history of a property can be an indicator of suspicion.

Example 2: Direct purchase of property to launder crime proceeds

A drug trafficker Mr. Z had made several investments in real estate and was planning to buy a hotel. An assessment of his financial situation did not reveal any legal source of income. He was subsequently arrested and charged with an offence of money laundering. Further investigation substantiated the charge that part of the invested funds were proceeds of his own drug trafficking.

Key Message

This case illustrates that the purchase of real estate is commonly used as part of the last stage of money laundering (integration). Such a purchase offers the criminal an investment which gives the appearance of financial stability. The purchase of a hotel has an added advantage for money laundering as hotel business is often a cash intensive business.

Example 3: Unusual property transactions between family members of a drug trafficker via a third party

A drug trafficker Mr. A was arrested. Fearing that his assets would be restrained and confiscated, he asked his wife to immediately arrange to sell their property to a friend, who would then sell the property back to his sister-in-law. It is worth noting

that these consecutive sale and purchase transactions were arranged through the same estate agent who just turned a blind eye on the suspicious circumstances of these property transactions.

Key Message

This case illustrates that unusual property transactions would be an indicator for money laundering. The estate agent should made a suspicious transaction report to the BFIU.

Example 4: Direct purchase of property to launder crime proceeds by family member

Mr. B in Country S was the leading member of a syndicate involving smuggling of refugees. From 1998 to 2003, Mr. B received 81 money orders for a total amount of US$ 40 million from 14 different individuals from four foreign countries. This money was believed to be derived from organizing illegal migration. The main portion of this money remained in Country S and was used for investment into real estate and was also distributed among other syndicate members. In 2000 alone, Mr. B's wife who did not file an income tax statement for that year used US$ 14 million to buy real estate. Investigation revealed that Mr. B and Mrs. B had made transactions representing several times their apparent incomes. They were finally charged and convicted, in connection with the amount of US$ 40 million, for organizing illegal migration.

The case showed the following patterns:

(i) Very high fees were paid for the money transfers which could have been executed at much lower costs; such economically illogical transactions are, as a rule, highly likely to be connected with money laundering; and

(ii) The monies spent by Mrs. B to buy real estate amounting to US$ 14 million did not originate from her, but was given to her by Mr. B, who received it for organizing illegal migration. In the real estate purchase contract, the buyer was Mrs. B. That was to conceal the source and the real beneficiary of the dirty money.

Key Message

This case illustrates that the purchase of real estate by relatives of criminals is not uncommon as a practice for money laundering.

3.4 Dealers in Precious Metals or Stones

Precious metals and stones, particularly gold and diamond, offer the advantage of having a high intrinsic value in a relatively compact form. They can be “cashed” easily in most areas of the world. Hence, they are vulnerable to be used in money laundering for their ease to be hidden and transported. Terrorist groups have engaged in the gemstone trade for a long time. Historically, they engaged extensively in the profit-making trade in diamond, tanzanite, amethyst, ruby and sapphire. However, according to recent intelligence, gemstones, diamonds in particular, are being used as a way of storing terrorist assets outside the formal financial sector. The aim is no longer only in turning a profit but also acquiring as many stones as possible with crime proceeds that are being kept out of banks and businesses.

3.4.1 Suspicious Activity Indicators for retail market

(i) Incommensurate background of buyer (e.g. profession and age of buyer versus value of transaction and type of precious stones and metals involved);

(ii) High value transactions conducted in cash but not in other popular and safe methods of payment (e.g. credit card or cheque);

(iii) Unusual payment method (payment by negotiable instruments in bearer form, e.g. travelers cheques and payment orders so that the source of fund cannot be traced);

(iv) Unusual buying behavior/pattern (e.g. repeated purchases of luxury products without apparent reasons);

(v) Unusual behavior of the person or persons conducting the transactions (e.g. unusual nervousness); and

(vi) Request for over/under-invoicing of purchases.

3.4.2 Suspicious Activity Indicators for wholesale market

(i) Incommensurate background of buyer/seller (e.g. profession and age of buyers versus value of transaction and type of precious metals and stones involved);

(ii) Unknown business background of buyer/seller;

(iii) Transactions conducted by third party (e.g. under a power of attorney);

(iv) Transactions conducted by shell company/ offshore company (business address/ registered in a tax haven e.g. British Virgin Islands);

(v) Unknown source of precious metals/stones;

(vi) Unknown purpose of transactions;

(vii) Buyers/Sellers apparently not having reasonable expertise/experience in the precious metals/stones sector;

(viii) Abnormally low pricing or with substantial discount in order to speed up transactions;

(ix) Large amount transaction from an unfamiliar dealer;

(x) Request for over/under-invoicing of purchases;

(xi) Unusual payment method (payment by third party/ payment by negotiable instruments in bearer form, e.g. travelers cheques and payment orders, so that the source of fund cannot be traced);

(xii) Buyers/Sellers refuse to use other means of payment other than cash, while cash may be in foreign currencies (or in different foreign currencies) without apparent reasons; and

(xiii) Unusual business pattern (e.g. business transactions of a particular dealer are rather frequent when compared to the trading history or to that of other dealers/a sudden increase in the trading volume without apparent reasons).

3.4.3 Some case examples:

Example 1: Retail gold purchases serve as direct method of laundering

A foreign national bought 265 ingots of gold with a total value of about US$2.5 million and paid in cash in Country X. These transactions took place over a period of 18 months. The buyer, who did not have a bank account, alternated temporary jobs with periods of unemployment, claimed that he was acting on behalf of a third party, who was probably involved in organized and serious crimes.

Key Message

This case illustrates the direct purchases of precious metal by a buyer of incommensurate background to disguise the source of crime proceeds.

Example 2: Direct purchase of precious stones with crime proceeds

A lawyer of Country Y absconded with millions of US dollars from his “client escrow” account. Investigation revealed that part of these funds was used to purchase loose diamonds and jewellery from a local jeweler in Country Y.

Key Message

This case illustrates the use of direct purchase of precious stones to launder the crime proceeds. In particular, it shows the way for an absconder to conceal and move the proceeds of crime across different countries.

Example 3: Diamond trading used as a cover for laundering illicit funds

A company in Country Z, with its registered office in an offshore centre and diverse businesses, encompassed diamond trading. The account of this company in Country Z was found to have numerous international funds transfers in foreign currencies originating from a tax haven. The funds, in very large sums, were then systematically and immediately withdrawn in cash. These withdrawals were made in large denominations of foreign currencies by the authorized signatory of the account who was the director of a number of companies which were also active in diamond trading. Given the regularity of these systematic fund flows, which were deviated from the usual practice in the diamond sector, it appeared that this account was only used as a channeling account with the aim of disguising the origin and ultimate destination of the funds. Upon investigation, the funds were found to be associated with illicit activities.

Key Message

This case illustrates that the diamond trading may be used as a smokescreen for the laundering of crime proceeds.

3.5 Trust and Company Service Providers

Trust and corporate entities provide the basis for a range of economic activities in modern economies. Although they have many legitimate applications (such as business finance or estate and tax planning), they can be misused by criminals for illegal purposes such as hiding the ultimate beneficial ownership of assets, legitimatizing the integration of crime proceeds with the financial system, or layering of crime proceeds through various forms of investment such as in the stock market.

Trust and corporate structures may be set up by terrorists and used wholly or partly for financing of terrorist activities. Trust, for example, may be established for charitable purposes and subsequently misused to finance terrorist activities.

Trust and company service providers are under AML/CFT regulations– when they prepare for or carry out transactions for a client concerning the following activities:

- acting as a formation agent of legal persons;
- acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons;
- providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
- acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an express trust or performing the equivalent function for another form of legal arrangement;
- acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another person.

3.5.1 Suspicious Activity Indicators

The following are some indications of potentially suspicious activities:

(i) Multi-jurisdictional and/or complex structure of corporate entities and/or trusts are established without valid grounds;

(ii) Payments (local or foreign) are made or received without a clear connection to the actual activities of the corporate entity;

(iii) Use of off-shore bank accounts without legitimate economic necessity;

(iv) Customer's unwillingness or refusal to provide information/documentary proof on himself/herself or beneficial owner(s) of trusts/ companies;

(v) Sources and/or destinations of funds are unknown;

(vi) Transactions are heavily cash-based which should normally be carried out through other payment facilities;

(vii) Customer's background is not commensurate with the value of transactions carried out by the customer or on behalf of the company;

(viii) A company is established primarily for the purpose of collecting funds from various sources which are then transferred to local/foreign bank accounts that have no apparent ties with the company;

(ix) Incorporation of a company by a non-resident with no links or activities in the jurisdiction where the company is established; and

(x) The money flow generated by a company is not in line with its underlying business activities.

3.5.2 Some case examples:

Example 1: A structure of trusts misused for fraud

Mr. X was a trust service provider in Jurisdiction A. He established a number of domestic trusts to carry out a fraud scheme, defrauding over 500 investors of about US$ 56 million. The scheme involved Mr. X, in the name of the domestic trusts, wiring large amounts of money to domestic and off-shore bank accounts. The money came from the 500 odd innocent investors who were convinced to form trust organizations and to place their savings into these trusts, which were tied to the off-shore bank accounts. The investors were promised favorable returns and reduced tax liabilities as the money was deposited into off-shore bank accounts. Once the

investors put in their money to the trusts, Mr. X would inform them that the money would be managed by an international investment agency. In fact, this has never happened and Mr. X and his associates defrauded the trust owners (investors).

Key Message

The above case illustrates that a structure of trusts together with off-shore bank accounts can give the appearance of a legitimate purpose, which can then be used to lure investment from innocent third parties for illegal purpose.

Example 2: Overseas trust to mask the beneficial owner of assets

An overseas resident (Mr. Y) living in Jurisdiction B opened a bank account for the purpose of receiving a substantial transfer from Jurisdiction C. The transfer originated from the closure of a bank account of an overseas trust, which has been in existence for one month and managed by lawyers in Jurisdiction C. As soon as the money was credited to the newly-opened bank account, Mr. Y requested to withdraw the amount in cash and close the bank account.

Key Message

The beneficial owner of the substantial sum of money was masked by the overseas trust. If the lawyers in Jurisdiction C have performed proper “customer due diligence”, the reasons for forming the trust and its subsequent closure should trigger suspicion for filing a “Suspicious Transaction Report” with the competent authority concerned.

Example 3: Corporate vehicle misused to channel bribes

A railway builder (Company Z) in Jurisdiction K has employed a law firm to form a complex structure of companies so that bribes can be transferred through these companies’ bank accounts to officials in various other jurisdictions to thank them in “facilitating” the award of contracts to Company Z. Whilst there was no legitimate business in these series of companies, the overseas money transfers were

substantial. After the bribes were transferred, the companies and their bank accounts became dormant.

Key Message

Corporate vehicles were used to channel bribe payments so as to veil the connection between the party which offers bribe and their ultimate recipients.

Example 4: Multi-jurisdictional corporate structure to launder money

Mr. B traveled to Jurisdiction M and went to Notary A to set up a company solely for the purpose of buying real estate. The shareholders of the company were family members of Mr. B, who also resided abroad. Shortly after incorporation, Company X bought a luxury detached house in Jurisdiction M. The property was paid by several transfers from an overseas Company Y. Despite repeated requests, Mr. B refused to provide details of Company Y to Notary A.

Key Message

Multi-jurisdictional corporate structures and international movement of funds are readily available vehicles to conceal the source of money for investment and the beneficial owner of the assets.

Chapter 4

Compliance Programs for DNFBPs

4.1 Introduction

A DNFBP is required to establish a complete compliance programs deterrent to the AML/CFT and also need to monitor the effective implementation of such compliance program in line with the local law which illustrates in this Guideline. Such compliance program devised by the relevant policies, procedures, processes and controls designed to prevent and detect potential money laundering, terrorist financing and related crimes. A complete compliance program includes-

- Commitment for Compliance Regime;
- Risk Assessment;
- Customer Due Diligence;
- Record keeping;
- Training and awareness;
- Employee screening;
- Detection of unusual and/or suspicious transactions;
- Monitoring and Reporting; and
- Internal Controls.

4.2 Commitment for AML/CFT Compliance Regime :

A DNFBP should have a strong commitment to comply with the local AML/CFT laws and regulations. They have to designate a Compliance Officer/Focal Point for prevention of money laundering and terrorism financing issues. Compliance Officer/Focal Point will be responsible to implement AML/CFT laws and regulations within the institutions.

4.3 Risk Assessment

A DNFBP should adequately assess its AML/CFT risks in relation to its clients, its business, products and services, geographical exposures and appropriately define and document its risk-based approach. It should-

- Understand what money laundering and terrorist financing is and the potential the business to be misused by money launderers and those involved with financing terrorism.
- Identify the risks associated with its business, products and services that are provided to its clients.
- Assess the risks related to such business, products, services and geographic areas
- Understand the general and specific ML and TF risks faced by the business.
- Take steps to manage the identified ML and TF risks, including action to mitigate the risks and apply measures that are commensurate with the risks.
- Maintain a record of the nature and scope of the risk assessment and the management of those risks.

The BFIU will, from time to time issue separate guidance on implementing the 'risk-based approach' for specific business sectors and professions. ML and TF risk assessment and risk mitigation within your business will also be subject to compliance inspection under the BFIU compliance and supervision functions of the BFIU.

4.4 Client Due Diligence (CDD)

A DNFBP required identifying its clients properly and maintaining client identification records including reliable documentation; which is essential part of Know Your Customer (KYC). Such client identification records will require to be made available to BFIU or to any Competent Authority promptly upon request.

4. 4.1 Identification of clients

4. 4.1.1 A DNFBP should identify and verify the identity of a Client that is a natural person, using relevant and reliable independent source documents, data or information (Identification Data). If the client is not a natural person the DNFBP should also have to identify and verify the name, address and legal status of the client by obtaining proof of incorporation issued by the relevant authority, or similar formal evidence of establishment and existence. A DNFBP should also need to undertake followings-

- o A DNFBP required to verify the identity of any person acts as a client. This include full details of a customer of DNFBPs irrespective of individual or entity, one or more photo ID documents or registration/incorporation certificates, contact details etc.;
- o A DNFBP required to verify any person purporting to act on behalf of the client who is also known as the beneficial owner. A DNFBP required to take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner using identification data obtained which recognizes who the beneficial owner(s) are; and
- o A DNFBP recommended to understand the ownership and control structure of the client;
- o Establish and record the purpose and intended nature of the business relationship; and
- o A DNFBP is required to ensure that identification data is kept up-to-date and may review the records of higher risk customers or business relationships as appropriate.

4.4.1.2 A DNFBP is required to, at a minimum, collect one piece of formal identification which have been certified appropriately and one formal document that will verify the physical address of the client. Where the client is a legal person, a DNFBP is recommended to require documentary evidence of the continuing existence of the legal person (good standing certificate) and a certified copy of acceptable identification and address documentation to verify the address.

4.4.1.3 Regarding various individuals and entities, it is recommended that DNFBP should know prior to establishing customer relationships-

A.) Who is this person?

B.) What type of activity does he/she want to conduct with my company?

C.) What type of pattern of activity can I expect?

D.) Is he/she representing a third party?

E.) How can I verify the information presented to me?

4.4.2. Timing of CDD

CDD obligations (Know your customer and its business, record keeping) vary from one to another agency under Reporting Organizations included as DNFBPs. Some business needs to comply with KYC requirements in every transaction, where some other needs to comply with KYC after a certain threshold of transaction. KYC requirements will be applicable for different organizations under DNFBPs are as follows:

- Real Estates Developers: When they are involved in transactions for a client concerning the buying and selling of real estate, they need to conduct CDD.

- Dealers in Precious Metals or Stones: When they engage in any transactions with any customers equals to or above taka 10 lakhs, they need to conduct CDD.

- Lawyer, notaries other legal professions: When they prepare for or carry out transactions for their clients concerning the following activities, need to conduct CDD:
    - buying and selling of real estate;
    - managing of client money, securities or other assets;
    - management of bank, savings or securities accounts;
    - organization of contributions for the creation, operation or management of
    - companies;
    - creation, operation or management of legal persons or arrangements, and buying and selling of business entities.

- Trust and company service providers: when they prepare for or carry out transactions for a client concerning the following activities:
    - acting as a formation agent of legal persons;
    - acting as (or arranging for another person to act as) a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or a similar position in relation to other legal persons;
    - providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
    - acting as (or arranging for another person to act as) a trustee of an express trust or performing the equivalent function for another form of legal arrangement;
    - acting as (or arranging for another person to act as) a nominee shareholder for another person.

  Apart from the above, a DNFBP is required to undertake satisfactory CDD measures when:

    - There is any suspicion of money laundering , terrorist financing; or
    - The DNFBP has doubts about the integrity or adequacy of previously obtained client identification data.
    - Updating the CDD information on an annual basis

4.4.3 Enhanced Due Diligence (EDD)

A DNFBP should perform enhanced due diligence (EDD) for higher risk categories of customers, business relationships or transaction.

A DNFBP required to conduct enhanced due diligence (EDD) measures when there is a suspicion of Money Laundering, Terrorist Financing or Fraud activity, or where high risk circumstances are identified.

4.4.4 Identifying and Dealing with Politically Exposed Persons (PEPs)

4.4.4.1 As per FATF, PEPs refers

PEPs are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions of a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials.

The definition of PEPs is not intended to cover middle ranking or more junior individuals but it also cover the family members and/or close associates of a PEP. Another important thing is that not only client, a PEP but also may be a beneficial of an account.

4.4.4.2 PEPs account or transaction must be marked as High Risk and need to consider Enhanced Due Diligence (EDD) measures for them.

4.4.5 Ongoing Due Diligence

A DNFBP required to conduct ongoing due diligence on the business relationship and apply scrutiny to transactions undertaken throughout the course of that relationship to ensure that the transactions being conducted are consistent with the DNFBP's knowledge of the particular clients, their business and risk profile, including, where necessary, the source of funds.

4.4.6 Non face –to – face customer

When conducting non-face-to-face business with clients that have not been physically present; for the purposes of identification and verification, a DNFBP is advised to have policies, procedures, systems and controls in place to manage specific risks associated with such non-face to face business, relationships or transactions.

4.4.7 Reliance of Third Party

A DNFBP may outsource the technical aspects of Compliance process only to qualified service providers duly regulated and supervised in the country where they are based and incorporated, as long as such outsourcing allows for:

- The DNFBP to promptly obtain from the Compliance Service Provider the CDD information; and
- The DNFBP's ability to obtain copies of Identification Data and other relevant documentation relating to CDD requirements promptly upon request.
- In that case ultimate responsibility for client identification and verification, and any other outsourced function, is that of the DNFBP regardless of the arrangements entered with any Compliance Service Provider.

4.4.8 Suspicious transaction/activity monitoring & Reporting

A DNFBP is required to monitor routinely to detect suspicious activity, and is recommended to, at a minimum; examine the background and purpose of the following, regardless the amount involved:

- Complex or unusually large transactions, which have no apparent visible economic or lawful purpose.
- Transactions outside the usual pattern of the client's activity as known to the DNFBP.

- Transactions that are deemed to be of high risk with regard to a client or business relationship, or as they relate to high risk geography, products or services.
- Transactions, clients, or business relationships that cause the DNFBP to have reasonable grounds to suspect money laundering, terrorist financing.

Note that reporting obligation of STR will be only applicable when the DNFBPs are engaged in the specified transaction or activities as mentioned in paragraph 4.4.1.2 of this Guideline.

All reports of suspicious transaction should be filed as per the format in the Annexure-1 or circulars issued by BFIU from time to time. All reports to be sent to the address below:

General Manager
Bangladesh Financial Intelligence Unit (11th Floor)
Bangladesh Bank
Head Office, Motijheel
Dhaka-1000

4.4.9 Cash Transaction Report (CTR)

Cash Transaction Reporting (CTR) obligation is only applicable for few DNFBPs. For example, in Bangladesh, dealers in precious metal and stones and real estate developers are required to submit Cash Transaction Report (CTR).

Such reporting is also threshold basis. While any dealers in precious metal and stones and real estate developers are engaged in cash transaction equal or over taka 10 lakhs, they need to submit Cash Transaction Report (CTR). BFIU will supply the reporting format from time to time.

4.4.10 Other issues

4.4.9.1 Ensure it is aware of new or developing technologies that might favor anonymity and take measures to prevent their use for the purpose of Money Laundering, Terrorist Financing.

4.4.9.2 A DNFBP should in place a screening mechanism whether the name of the client (individual or entity) listed under United Nations Security Council Resolution 1267 and its successors, 1373, 1540, 1718, 1737. A DNFBP should also consider such local sanction list as provided by BFIU or GoB.

4.4.9.3 If a DNFBP identify any name of a prospective client mentioned the above paragraph, it should not entertain that relationship and immediately notify the matter to BFIU. If the persons or entities mentioned in the above paragraph are found as a client, a DNFBP should immediately freeze that account without delay, where applicable, without prior notice and immediately notify BFIU.

4.4.9.4 DNFBP should also respond with any counter measures on any individuals, groups or entities or states, called by FATF or by international competent authorities.

4.5 Non –Disclosure of Reporting

DNFBPs, their directors, officers and employees (permanent and temporary) are required not to disclose to the subject or any person other than one with a legitimate right or need to know, the fact that a STR/SAR or related information has been or will be reported as per section 6 of MLPA, 2012.

4.6 “Safe Harbor” provisions for reporting

MLPA, 2012 encourage DNFBP to report suspicious transactions/activities by protecting them and their employees from any criminal and civil suits when they report suspicious transactions/activities in good faith to competent authority i.e. BFIU. Section (28) of MLPA, 2012 provides the safe harbor for reporting. However, if a DNFBP fail to report STR/SAR they will be subject to punishment under section 25 (2) of MLPA, 2012.

4.7 Regulatory Cooperation

Where a DNFBP receives a request for information from any Competent Authority regarding enquiries into potential Money Laundering, Terrorist Financing or related activity carried on, A DNFBP is required to respond promptly.

When a DNFBP receives request for cooperation from competent investigating authority, it required to provide assistance as law permit.

However, any failure to cooperate with BFIU and/or fail or refuse to provide assistance to the competent law enforcement agencies is punishable under MLPA, 2012.

4.8 Staff Awareness and Training:

A DNFBP is required to establish on-going and up-to-date relevant AML/CFT training for their employee's that appropriately covers their obligations under the laws, regulations, policy procedures, processes and controls.

DNFBP is required to establish measures to ensure that employees are kept informed of up-to-date risk vulnerabilities, including information on current AML/CFT techniques, methods and trends.

A DNFBP is required to conduct training program for its 100% staff and also should arrange refreshers training after a certain interval (eg.1/2year). Some cases, the industry specific institutions may arrange training jointly or Self Regulatory Organization (SRO) for example, Bangladesh Bar Association, Bangladesh Jeweler's Association, REHAB, ICAB may arrange training for their specific sectors."

4.9 Record Keeping

A DNFBP is required to maintain all records collect through CDD process and on any transaction for at least five years (5) years following the establishment of the relationship or the completion of the transaction, regardless of whether the account or business relationship is ongoing or has been terminated.

A DNFBP is required to maintain information (including training records and related reports), correspondence and documentation for client identification and verification, and associated due diligence for a period of at least five (5) years from the end of the business relationship with the client or the last transaction conducted.

Annexure -1

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR)

(FOR DNFBPS)

A. Reporting Institution :

1. Name of the Institutions:
2. Name of the Branch (if applicable):

B. Details of Report:

1. Date of sending report:
2. Is this the addition of an earlier report? Yes ☐ No ☐
3. If yes, mention the date of previous report

C. Suspect Details :

1. Name of the client:
2. Client Code:
3. Nature of relationship:
4. Date of commencing:
5. Address:
6. Profession (in details):
7. Nationality:
8. Other business:
9. Father's name:
10. Mother's Name:
11. Date of birth:
12. Contact: Mobile No/Email.
13. Bank account details (if known):
14. TIN (if known):

D. Reasons for considering the transaction(s) / activity as unusual/suspicious?

a. ☐ Identity of Clients
b. ☐ Activity in client
c. ☐ Background of Client
d. ☐ Multiple/complex transaction
e. ☐ Nature of transaction
f. ☐ Value of transaction
g. ☐ Other reason (Pls. Specify)

(Mention summery of suspicion and consequence of events)
(Use separate sheet if needed)

E. Name of the associates and volume of transaction

(Mention summery of suspicion and consequence of events) *(Use separate sheet if needed)*

Signature :
(Proprietor/ Authorized officer)
Name :
Designation :
Phone :
Date :

*please attached all relevant documents as far as possible.

Annexure-2

রেজিস্টার্ড নং ডি এ –১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ২০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১২/০৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১২ (০৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০১২ সনের ৫ নং আইন

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। ---

(১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ৩ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারী, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। --- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে---

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ-

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়নযোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনায়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(খ) "অর্থ মূল্য স্থানান্তরকারী" অর্থ এমন আর্থিক সেবা যেখানে সেবা প্রদানকারী একস্থানে নগদ টাকা, চেক, অন্যান্য আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট (ইলেক্ট্রনিক বা অন্যবিধ) গ্রহণ করে এবং অন্যস্থানে সুবিধাভোগীকে নগদ টাকা বা আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বা অন্য কোনভাবে সমপরিমান মূল্য প্রদান করে;

(গ) "অপরাধলব্ধ আয়" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত, উদ্ভুত সম্পত্তি বা কারো আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এ ধরনের সম্পত্তি;

(ঘ) "অবরুদ্ধ" অর্থ এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিয়ন্ত্রণ আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হইবে;

(ঙ) "অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non-Profit Organistion)" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(চ) "আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট" অর্থ সকল কাগুজে বা ইলেকট্রনিক দলিলাদি যাহার আর্থিক মূল্য রহিয়াছে;

(ছ) " আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(জ) "আদালত" অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(ঝ) " ক্রোক" অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের জিম্মায় আনয়ন করা যাহা দালত কর্তৃক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হইবে;

(ঞ) " গ্রাহক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্তা বা সত্তাসমূহ;

(ট) "ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নবর্ণিত যে কোনো সেবা প্রদান করিয়া থাকে ঃ

(১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন;

(৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টেও ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা;

(৫) নমিনী শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোন বাক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা;

(ঠ) " তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীনে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন; এবং কমশিনের নিকট হইতে তদন্তের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কোন, অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) "নগদ টাকা" অর্থ কোন দেশের যথাযথ মুদ্রা হিসাবে উক্ত দেশ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা ও কাগজের এবং ট্রাভেলার্স চেক, পোস্টাল নোট, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট,, বিয়ারার বন্ড, লেটার অব ক্রেডিট, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা প্রমিজরি নোটও উহার আন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "নিষ্পত্তি" অর্থ ক্ষয়যোগ্য, দ্রুত পচনশীল অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যবহার অযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিবার উপযোগী সম্পত্তি ধ্বংসকরণ বা আইনসম্মতভাবে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তর ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "বাজেয়াপ্ত" অর্থ ধারা ১৭ এর আওতায় কোন আদালতের আদেশের মাধ্যমে কোন সম্পাত্তির স্বত্ব স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের অনুকুলে আনয়ন করা;

(ত) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.No.127 of 1972) দ্বারা স্থাপিত Bangladesh Bank;

(থ) "বীমাকারী" অর্থ বীমা আইন,২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(দ) "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation)" অর্থ Soceties registration Act, 1860 (Act No.XXI of 1860) Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961 , Foreign Donations (Voluntary Activities" Regulation Ordinance, 1974 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Rgulation) Ordinance, 1982 (Ordianace No. XXXI of 1982) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহারা-

(১) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/ অথবা

(২) যে কোন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(ধ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর Section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত Foreing Ecchange.

(ন) "ব্যাংক " অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা আইনেরঅধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "মানি চেঞ্জার" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর Section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ফ) "মানি লন্ডারিং" অর্থ–

(অ) নিম্নবর্নিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রুপান্তর বা হস্তান্তরঃ

(১) অপরাধের আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভুতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আযের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরুপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায় কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রুপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ ইইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ব) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ-

(অ) ব্যাংক,

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী;

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার,

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার,

(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান,

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক,

(এ) (১) অলাভজনক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation);

(২) বেসরকারী উন্নয়ণ সংস্থা (Non Government Organisation);

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূলবান ধাতু বা পথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ভ) " রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাটসহ ইত্যাদিও নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(ম) " সত্ত্বা" অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান , সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(য) " সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এইরুপ লেনদেন-

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরুপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনেরউদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে, জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(র) " সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২(২০) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান যাহা আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান কাজে নিয়োজিত;

(ল) " সম্পত্তি" অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত-

(অ) যে কোন প্রকৃতির, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি; বা

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সটরুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;

(শ) "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate Offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথাঃ-

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;
(২) মুদ্রা জালকরণ;
(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;
(৪) চাঁদাবাজি;
(৫) প্রতারণা;
(৬) জালিয়াতি;
(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;
(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;
(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;
(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;
(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;
(১২) নারী ও শিশু পাচার;
(১৩) চোরাকারবার
(১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;
(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;
(১৬) আদম পাচার
(১৭) যৌতুক;
(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ
(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;
(২০) মেধাস্বত্ব লংঘন;
(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;
(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন
(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;
(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitaion);

(২৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহা কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রনের প্রচেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation)

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ;

(ষ) "স্পেশাল জজ" অর্থ Criminal Law (Amendment)Act,1958 (Act No.XL of 1958) এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত Special judge.

(স) (১) "স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২ (ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২) "পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২(চ) ও ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৩) "সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "সম্পদ ব্যবস্থাপক" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২ (ধ) এ সংজ্ঞায়িত পতিষ্ঠান;

(হ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। আইনের প্রাধান্য।- এই আইনেরধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কোন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দণ্ড।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরনকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যেও সমপরিমান বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোন অর্থদণ্ড বা দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দণ্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত কবির আদেশ প্রদান করিতে পরিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যে অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দণ্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

৫। অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনে দণ্ড।- কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশকৃত সম্পত্তির মূল্যেও সমপরিমান অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। তথ্য প্রকাশের দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭। তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন–

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করিলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; বা

(খ) যুক্তি সংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে;

তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়োছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ- ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৮। মিথ্যা তথ্য প্রদানের দণ্ড।- (১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পেকে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৯। অপরাধের তদন্ত ও বিচার।- (১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভূক্ত অপরাধ গণ্যে দূর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দূর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Crminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958)এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমশিন এই আইনের পাশাপাশি দূর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং দূর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১০। স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।- (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ এবং ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েকৃকত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্তকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

১১। অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা।- এই আইনেরঅধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে।

১২। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা।- (১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনেরঅধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizable) করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রের একটি কপি প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিবেন।

১৩। জামিন সংক্রান্ত বিধান।- এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি---

(ক) তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন; অথবা

(গ) তিনি নারী, শিশু বা শারিরীকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট না হন।

১৪। **সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ।** ---(১) তদন্তকারী সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত সম্পত্তি, যাহাতে দেশের মানুষের স্বার্থ রহিয়াছে, এইরূপ ক্ষেত্রে অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকারী সংস্থা কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের জন্য আদালতে লিখিত আবেদন দাখিলের সময় উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে, যথা ঃ---

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন অপরাধের জন্য ক্রোকযোগ্য এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে মামলা নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশাংকা।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ বিষয়টি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক) টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা-মাতার নাম, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যদি থাকে), পেশা, ট্যাক্স পরিচিতি নম্বর (TIN), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অন্য কোন পরিচিতি, যতদূর সম্ভব, উল্লেখ থাকিবে; তবে এই সকল তথ্যেও সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই আইনের বিধান কার্যকর করা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তি কোনভাবে বা প্রকারে অন্যত্র হস্তান্তর, উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন প্রকার লেনদেন বা উক্ত সম্পত্তিকে কোনভাবে দায়যুক্ত করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।

১৫। অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান।- (১) ধারা ১৪ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ---

(ক) মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সহিত উক্ত সম্পত্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংশ্লিষ্টতা নাই;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী অভিযুক্তের নমিনী নন বা অভিযুক্তের পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য আদালত কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে আবেদনকারী, তদন্তকারী সংস্থা ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানী অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে ও রাষ্ট্র কর্তৃক বর্ণিত সম্পত্তিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার গ্রহণযোগ্য সন্দেহের কোন কারণ উপস্থাপন না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনকারীর আবেদন সম্পর্কে আদালত সন্তুষ্ট হইলে অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ বাতিলক্রমে সম্পত্তিটি, আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন।

১৬। **সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**- (১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত পক্ষবৃন্দকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১৪ এর অধীন কোন সম্পত্তির বিষয়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল করিলে এবং আপীল আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকর থাকিবে।

১৭। **সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ।** -(১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে আদালত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এ্ আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনবোধে দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি পলাতক থাকিলে বা অভিযোগ দাখিলের পর মৃত্যুবরণ করিলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তিও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।--- যথাযথ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রেফতার করা না যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পলাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি সত্তা সরল বিশ্বাসে এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে বাজেয়াপ্তের জন্য আবেদনকৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকেন এবং আদালতকে তিনি উক্ত সত্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন যে, তিনি বা উক্ত সত্তা উক্ত সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন না এবং তিনি সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান না করিয়া উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জমা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) আদালত যদি মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান নিধারণ বা বাজেয়াপ্ত করিতে না পারেন বা সম্পত্তি অন্য কোনভাবে ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইল----

(ক) অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নয় অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন সমমূল্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সম্পত্তি আদায় করা যাইবে না তাহার সমপরিমাণ আর্থিক দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে বাজেয়াপ্ত আদেশের নোটিশ আদালত কর্তৃক যে ব্যক্তি বা সত্তার নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই ব্যক্তি বা সত্তার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে এবং সম্পত্তির তফসিলসহ সকল বিবরণ উল্লেখক্রমে সরকারী গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১ (এক) টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইবে এবং বাজেয়াপ্ত করিবার তারিখে সম্পত্তিটি যাহার জিম্মায় বা মালিকানায় থাকিবে তিনি, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত সম্পত্তির দখল রাষ্ট্রের বরাবরে হস্তান্তর করিবেন।

(৮) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধ লব্ধ সম্পত্তি যদি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির সহিত সংমিশ্রিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঊ সম্পত্তিতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধ লব্ধ অর্থ বা সম্পত্তির মূল্যের উপর অথবা অপরাধ লব্ধ বা সম্পত্তির মূল্যে নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে অর্জনের উপর নির্বিশেষে সংমিশ্রিত সম্পূর্ন অর্থ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে।

১৮। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান**।-(১) ধারা ১৭ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তিতে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় সর্বশেষ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে আদালত মামলা দায়েরকারী, দোষী ব্যক্তি এবং আবেদনকারীকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ ---

(ক) অপরাধ সংঘটনের সহিত আবেদনকারী বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির কোন সংশ্লেষ ছিল কি না;

(খ) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অর্জনে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে কি না;

(গ) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল এবং বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি আবেদনকারীর মালিকানায় আসিয়াছে এইরূপ দাবিকৃত সময়কাল; এবং

(ঘ) আদালতের নিকট প্রাসঙ্গিক বিবেচিত অন্য যে কোন তথ্য।

১৯। **বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।--(১)এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত উভয় পক্ষকে, শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া**।-(১) এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে, সরকার, আদালদের অনুমতি সাপেক্ষে, যেই সম্পত্তি অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিতে হইবে সেই সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি, প্রকাশ্য নিলামে বা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হইবে।

২১। **অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ**। --- এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ, ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করা হইলে, তদন্তকারী সংস্থা বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **আপীল**। --- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, রায়, ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্তরূপ আদেশ, রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে।

২৩। **মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**। --(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ এবং উক্তরূপ অপরাধমূলক তৎপরতা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ---

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকরী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদনকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন ব্যক্তির হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য কোন হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা বন্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বার্ধিত করা যাইবে,

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং, প্রয়োজনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পযন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রাদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মূখীন হইলে বাংলদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্ট বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখে হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনীক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **ফাইন্যান্সিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) প্রতিষ্ঠা**। ---(১) এই আইনের ধারা ২৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা (BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তদ্‌কর্তৃক সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট স্বপ্রনোদিতভাবে বা অনুরোধের সূত্রে সরবরাহ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রয়োজনে স্ব-উদ্যোগে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন দেশের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে এবং অন্য কোন দেশের নিকট হইতে অনুরূপ তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৫) উপ- ধারা (৪) বর্ণিত চুক্তি বা ব্যবস্থা ছাড়াও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিকে তথ্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

২৫। **মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব।** -(১) মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ---

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২)কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক ---

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থার বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিবে।

২৬। **বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি।** - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তি, কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃতি অন্য কোনভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সরকার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে সরকার-

(ক) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিদেশী ফাইন্যন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের অওতায় বিএফআইইউ-

(ক)উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৪) এই আইনেরউদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন চুক্তির অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আদালতের কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এটর্নী জেনারেলের অফিসের আবেদনক্রমে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; একইভাবে বাংলাদেশে আদলতের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ বা উক্ত সম্পত্তি ফেরত আনয়নের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের অধীনস্থ রাষ্ট্রকে এটর্নী জেনারেলের অফিস অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনেরউদ্দেশ্যে পূরণকল্পে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

২৭। **সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**- এই অধ্যাদেশে অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ সত্তার প্রত্যেক মালিক, পরিচালক ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় "পরিচালক" বলিতে সত্তার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৮। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।** --- এই আইন বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেইজন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা- কর্মচারী বা দুর্নীতি দমন কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কর্মকার্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩০। **আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।**- (১)এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত**। - (১) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৮ নং আইন) ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ২নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম, দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের আওতাধীন কোন অপরাধ সংগঠিত হইলে বা তদন্তাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে উক্ত অপরাধসমূহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

মোঃ মাহফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

Annexure-3

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ সালের সংশোধনীসহ)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯/১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ (১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৯ সনের ১৬ নং আইন

কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা ১১ জুন ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,–

(১) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ;

(২) 'অস্ত্র' অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যে কোন ধরনের পারমাণবিক, রাসয়নিক ও জীবানু অস্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "আদালত" অর্থ দায়রা জজ এর বা, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালত;

(৪) "কারাদন্ড" অর্থ দন্ডবিধির ধারা ৫৩ তে উল্লিখিত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড;

(৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" বা "কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৭) "দন্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);

(৮) "দাহ্য পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহাতে আগুন ধরাইবার বা আগুন তীব্রতর করিবার বা ছড়াইবার স্বাভাবিক উচ্চ প্রবণতা রহিয়াছে, যেমন– অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সি.এন.জি), গান পাউডার, এবং অন্য যে কোন দাহ্য পদার্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১০) 'ব্যাংক' অর্থ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানি এবং অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১১) "বিচারক" অর্থ দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এর বিচারক;

(১২) "বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত কোন সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) "বিস্ফোরক দ্রব্য" অর্থ–

(ক) গানপাউডার, নাইট্রো-গ্লিসারিন, ডিনামাইট, গান-কটন, ব্লাসটিং পাউডার, ফুঁসে উঠা (fulminate) পারদ বা অন্য কোন ধাতু, রঙ্গিন আগুন (colored fire) এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে কার্যকর প্রভাব, বা আতসবাজির প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহৃত বা উৎপাদিত অন্য যে কোন দ্রব্য যাহা উপরি-উল্লিখিত পদার্থসমূহের সদৃশ হউক বা না হউক; এবং

(খ) বিস্ফোরক সামগ্রী তৈরীর যে কোন পদার্থ ও কোন বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে বা সহযোগে বিস্ফোরণ সৃষ্টি, বা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে রূপান্তরিত করিবার, বা সহায়তার জন্য ব্যবহৃত, কোন যন্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি বা বস্তুসহ অনুরূপ যন্ত্র, যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের কোন অংশ এবং ফিউজ, রকেট, পারকাশন ক্যাপস, ডেটোনেটর, কার্ট্রিজ ও যে কোন ধরণের গোলাবারুদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত-

(অ) বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কনো ধরনের সম্পত্তি ও উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত লাভ এবং কোন অর্থ বা অর্থে রুপান্তরযোগ্য বিনিময় দলিলও (Negotiable intrument) ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ত বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করবে।

(১৫) "সাক্ষ্য আইন" অর্থ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)।

(১৬) সন্দেহজনক লেনদেন অর্থ এইরূপ লেনদেন-

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারনা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংঘটনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(১৭) 'সত্তা' অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান সংবিধিবদ্ধ সংজ্ঞা বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, অংশিদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত য কোন সংগঠন;

(১৮) ' আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ (খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(১৯) 'বীমাকারী' অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২ (২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(২০) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা অর্থ-

(অ) ব্যাংক

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার

(৩) সিকিউরিটিজ কাস্টডিয়ান

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক

(এ) (১) অ-লাভজনক সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation),

(২) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) ও

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসায়ী

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন, পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(২১)'মানি চেঞ্জার' অর্থ Foreign Exchange regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২২) (অ) 'স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২ (ঝ) ও ২ (ঞ) সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(আ) ' পোর্ট ফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংক' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ ও যথাক্রমে বিধি ২ (চ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(ই) 'সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) 'সম্পদ ব্যবস্থাপক' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২ (ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২৩) ' অ– লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)' অর্থ কোম্পানি আইন (বাংলাদেশ), ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(২৪) ' বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXi of 1860) Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. Xlvi of 1978), Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982), সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহা-

(ক) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে ; এবং/অথবা

(খ) যে কোন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(২৫) 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)' অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪ (১) এর বিধান অনুযয়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(২৬) ' বস্তগত সহায়ত (material support)' অর্থ কোন বক্তি বা সত্তা কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করা বা অন্য কোন সহায়তা করা যাহা দ্বারা এই আইনের আওতায় বর্ণিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সম্পাদিত হইয়াছে বা সম্পাদিত হইতে পারে;

(২৭) 'হাইকোর্ট বিভাগ' অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ;

(২৮) 'রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার' অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা বা বাড়ি, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাটসহ ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(২৯) 'ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী' অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করিয়া থাকে ঃ

(১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠান এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায় অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন;

(৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টেও ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকে নিয়োগ করা;

(৫) নমিনি শেয়ার হোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান;

(৩০) 'জননিরাপত্তা' অর্থ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান।" ।

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ সালের সংশোধনীসহ)

৩। অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তির প্রযোজ্যতা।– (১) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধি 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন' বা, ক্ষেত্রমত, দন্ডবিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

(২) অপরাধ ও শাস্তির দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত দন্ডবিধির সাধারণ বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। আইনের প্রাধান্য।– ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৫। অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।-১। যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটন করে যাহা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইতে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়েছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিবা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের বাহিওে কোন অপরাধ সংঘটন কওে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইতে তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ ও দন্ড

৬। সন্ত্রাসী কার্য।– (১) (ক) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের আখন্ডতা, সংহতি, জননিরুপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মাধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কনো সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যকরিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে–

(অ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করিলে বা এই কাজে সহয়তা করিলে , বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে বা ক্ষতিসাধন করিতে সহয়তা করিলে;

(আ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করার জন্য প্ররোচিত করিলে, বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার কার্যে প্ররোচিত করিলে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে; অথবা

(ই) উপ দফা (অ) ও (আ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য দাহ্য পদার্থ ও কোন অস্ত্র ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখিলে;

(খ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিবার লক্ষ্যে কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহয়তা করিলে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধনকল্পে কোন ব্যক্তি বা সত্তার আর্থিক সংশ্লেষ থাকিলে বা উক্ত অপরাধ কার্যে লিপ্ত হইলে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহায়তা প্রদান করিলে;

(গ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিলে বা দখলে রাখিলে;

(ঘ) কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে কোন অপরাধ করিলে

--- তিনি "সন্ত্রসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করিয়া থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তিনি বা তাহারা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ বৎসর এবং অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

Annexure-3

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ সালের সংশোধনীসহ)

৭। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংক্রান্ত অপরাধ।– ।-(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ন বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট হইতে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহয়তা (Material Support), বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার জন্য অর্থ, সেবা বস্তুগত সহায়তা (material support), অন্য কোন সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ বা গ্রহণ বা ব্যবস্থা করিবার ক্ষেত্রে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেযাদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যেও সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদণ্ডও আরোপ করা যাইবে।

(৬) (ক) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন সত্তা দোষী সাব্যস্ত হইলে ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তিনগুন মূল্যে সমপরিমাণ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদণ্ডও আরোপ করা যাইবে; এবং

(৬) (খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তাহাকে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে ডাকা হউক না কেন, তিনি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমান অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৮। নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ।– যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হন বা সদস্য বলিয়া দাবী করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন এবং উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড, অথবা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। নিষিদ্ধ সংগঠনের সমর্থন।– (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও অনুরোধ বা আহ্বান করেন, অথবা নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন বা উহার কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভা আয়োজন, পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তা করেন, অথবা বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের জন্য সমর্থন চাহিয়া অথবা উহার কর্মকান্ডকে সক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভায় বক্তৃতা করেন অথবা রেডিও, টেলিভিশন অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

১০। অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের (criminal conspiracy) শাস্তি।–যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১১। অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি।– যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১২। অপরাধে সহায়তার (abetment) শাস্তি।– যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংগঠনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত (instigation) করিবার শাস্তি।– যদি কোন ব্যক্তি তাহার কর্মকান্ড অথবা অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোন দলিল প্রস্তুত বা বিতরণ করেন, অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক 'বা অন্য যে কোন মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করিয়া, অথবা কোন সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে এইরূপ অবগত থাকিয়া সহায়তা প্রদান করেন যে, উক্ত দলিল, সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের কাজে ব্যবহৃত হইবে বা উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠন উহাদের অনুরূপ অপরাধ সংগঠনের প্রচেষ্টায় ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে তাহাকে দন্ডিত করা যাইবে; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১৪। অপরাধীকে আশ্রয়প্রদান।– (১) যদি কোন ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন জানিয়াও বা উক্ত ব্যক্তি অপরাধী ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করেন বা লুকাইয়া রাখেন তাহা হইলে তিনি–

(ক) উক্ত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হইলে অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে; অথবা

(খ) উক্ত অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন করাদন্ড বা যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড হইলে, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আশ্রয়দান বা লুকাইয়া রাখিবার অপরাধ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা বা মাতা কর্তৃক হইলে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।– (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা;

(খ) উপ-দফা (ক) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রদান করা বা ক্ষেত্রমত, বৈদেশিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাকে প্রদান করা বা উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা;

(গ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(ঘ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা-বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঙ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(চ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্য লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদ্ঘটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(ছ) রিপোর্ট প্রদানকরী সংস্থার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমুলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রাদনকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঞ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান কারিবে।

(৩) অন্য দেশে সংঘটিত বিচারাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশান বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর আওতায় জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশনে বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে সরকারি, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তদ্‌কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে, বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথাঃ-

(ক) উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।”

১৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব।– (১) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হইলে স্বপ্রণোদিত হইয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করিবে।

(২) প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ (Bord of Directors) বা পরিচালনা পরিষদের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী, বা অন্য যে নামে ডাকা হউক না কেন, উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট পাদানকারী সংস্থা ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা জ্ঞাতসারে কোন ভূল তথ্য সরবরাহ অথবা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্য নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা(৩) মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা পরিশোধ না করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে উহা আদায়ে, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ত্রাসী সংগঠন

১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সংগঠন।– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সংগঠন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা–

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশ গ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য করে বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সংগঠনকে সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান করে;

(ঙ) জাতিসংঘের রেজুলেশন নম্বর ১২৬৭ ও ১৩৭৩ সহ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত অন্যান্য রেজুলেশনসমূহের অন্তর্ভূক্ত সংগঠন হয়; অথবা

(চ) অন্য কোন ভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত থাকে।

১৮। সংগঠন নিষিদ্ধকরণ।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোন সংগঠনকে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, তফসিলে তালিকাভুক্ত করিয়া, নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে কোন সংগঠনকে তফসিলে সংযোজন বা তফসিল হইতে বাদ দিতে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১৯। পুনঃপরীক্ষা (Review)।– (১) ধারা ১৮ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ সংগঠন, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, উহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে, যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক, সরকারের নিকট পুনঃনিরীক্ষার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার, আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণপূর্বক, 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃনিরীক্ষার আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, উক্ত সংক্ষুব্ধ সংগঠন আবেদন নামঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত পুনঃনিরীক্ষার দরখাস্তসমূহ নিস্পত্তির জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট পুনঃনিরীক্ষা কমিটি (Review Committee) গঠন করিবে।

২০। নিষিদ্ধ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।– (১) কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হইলে সরকার, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও, 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা ঃ–

(ক) উহার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

খ) উহার ব্যাংক ও অন্যান্য হিসাব যদি থাকে, অবরূদ্ধ (Freeze) করিবে এবং উহার সকল সম্পত্তি আটক করিবে;

(গ) সকল প্রকারের প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার, অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঘ) নিষিদ্ধ সংগঠন বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সংগঠন উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি দেখা যায় যে নিষিদ্ধ সংগঠনের তহবিল এবং পরিসম্পদ (asset) অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত তহবিল এবং পরিসম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধের তদন্ত

২১। পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীকে পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- (১) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে কোন মামলার তদন্তকালে ঘটনা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এইরূপ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন মনে করেন এবং, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে প্রদান করিতে যথেষ্ট সক্ষম মর্মে পুলিশ কর্মকর্তার জানা থাকে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা, উক্ত ব্যক্তির সম্মতিতে, ঘটনার বিবরণ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা ঘটনার বিবরণ স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করিবেন।

২২। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাক্ষীর বিবৃতি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যদি অবগত থাকেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তি সংগত কারণ থাকে যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তি তাহার বিবৃতি লিখিতভাবে প্রদান করিতে যথেষ্ট সমর্থ, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিবৃতি কলম দ্বারা স্বহস্তে লিখিতভাবে প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।-- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৪। তদন্তের সময়সীমা।-- (১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন মামলার তদন্ত কার্যবিধির ধারা ১৫৪ এর অধীন তথ্য প্রাপ্তি অথবা লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে, মামলার ডায়রীতে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশদিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার তদন্তের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে সাক্ষ্য প্রমান সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে উপ-ধারা(১) হইতে (৩) এ বর্ণিত তদন্তের সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে কারণ উল্লেখপূর্বক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন, এবং উল্লিখিত কারণ সন্তোষজনক না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন।

২৫। কতিপয় মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধি।-- (১) 'ধারা ২৪এর উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়সীমার মধ্যে এজাহার (FIR) এ উল্লিখিত অপরাধীর পরিচয় অনুদঘাটিত থাকায় এবং উক্ত অপরাধীকে সনাক্তকরণের অসমর্থতার কারণে কোন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, 'ধারা ২৪এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তীতে যে কোন সময় কোন পুলিশ রিপোর্ট অথবা নূতনভাবে পুলিশ রিপোর্ট অথবা অতিরিক্ত পুলিশ রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে উহা বাধা বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য বা কোন রিপোর্ট সরবরাহ করিবার জন্য 'ধারা ২৪এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অতিরিক্ত বর্ধিত সময় সীমার মধ্যে মেডিকেল, ফরেনসিক, আঙ্গুলের ছাপ, রাসায়নিক বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর, যাহার উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ নাই এবং যাহা ব্যতীত মামলা সম্পর্কে কোন কার্যকর রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হয় না, অসমর্থতার কারণে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা ইহলে উক্ত উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তী যে কোন সময় পুলিশ রিপোর্ট পেশ করিতে উহা বাধা বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৬। পুনঃসমর্পণ (Remand)।–(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্তের জন্য আটক রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণের জন্য উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন বিবেচনাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ পুনঃসমর্পণের মেয়াদ একাদিক্রমে বা সর্বমোট দশ দিনের অধিক হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্টেটের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিকতর মেয়াদের জন্য পুনঃসমর্পণ করা হইলে অতিরিক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক পাঁচ দিন পর্যন্ত পুনঃসমর্পণের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দায়রা জজ কর্তৃক বিচার

২৭। দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক অপরাধের বিচার সম্পর্কিত বিধান।-- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা জজ কর্তৃক বা, দায়রা জজ কর্তৃক অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক, বিচার্য হইবে।

(২) দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের সময় দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট অপরাধের কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার

২৮। সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন।-- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়রা জজ অথবা একজন অতিরিক্ত দায়রা জজের সমন্বয়ে গঠিত হইবে; এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত একজন বিচারক ''বিচারক, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" নামে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় অধিক্ষেত্র অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্র প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপরাধের মামলার বিচার করিবে, যাহা উক্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের বা স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত উহার অংশ বিশেষের, স্থানীয় অধিক্ষেত্র ন্যস্ত করিবার কারণে একজন দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের এখতিয়ার ক্ষুণ্ন হইবে না, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুরূপ কোন আদেশ প্রদান না করা হইলে দায়রা আদালতে নিষ্পন্নাধীন এই আইনের অধীন অপরাধের কোন মামলা বিশেষ স্থানীয় অধিক্ষেত্র সম্পন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বদলী হইবে না।

(৫) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃগ্রহণ, বা পুনঃশুনানী গ্রহণ করিতে, অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন গৃহীত কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করিতে বাধা থাকিবে না, তবে ইতোমধ্যে যে সাক্ষ্য গ্রহণ বা উপস্থাপন করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে এবং মামলা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

(৬) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে স্থান বা সময় নির্ধারণ করিবে সেই স্থান বা সময়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৯। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি।--(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য, ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিশেষ বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে।

(৩) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবেন না।

(৪) যেক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যে কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব নহে এবং তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের অবকাশ নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, বহুল প্রচারিত অন্যূন দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে, অনুরূপ ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হইবে।

(৫) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইবার বা জামিনে মুক্তি পাইবার পর পলাতক হইলে অথবা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই বিচার করিবে।

(৬) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা অধিকতর তদন্ত এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে কার্যবিধির প্রয়োগ**।-- (১) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগিতপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে, এবং আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩১। **আপীল এবং মৃত্যুদন্ড অনুমোদন**।-- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় অথবা দন্ড প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদন্ড প্রদান করিলে, অবিলম্বে কার্যধারাটি হাইকোর্ট বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাইবে না।

৩২। **জামিন সংক্রান্ত বিধান**।-- এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না --

(ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; এবং

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক সন্তুষ্ট হন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এবং তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

৩৩। **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা**।-- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলার অভিযোগ গঠন (Charge Frame)এর তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) বিচারক উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি, অনুরূপ ব্যর্থতার কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া হাইকোর্ট বিভাগ এবং সরকারকে অবহিত করিয়া, পুনরায় অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ

৩৪। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদের দখল**।-- (১) কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যাক্তি, গোষ্ঠি, সত্তা, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভুত, বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এইরূপ কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।-- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ অর্থ এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত বা লব্ধ কোন অর্থ, সম্পত্তি বা সম্পদ।

(৩) এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন সম্পত্তি, কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক জব্দযোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় বা ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক , আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার সম্পদ জব্দযোগ্য হইবে।

৩৫। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত।-- (১) যেক্ষেত্রে বিচারক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত হইবার কারণে কোন সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে, যে সত্তার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, সেই সত্তার বিরুদ্ধে এই আইনের ধারা ১৮ ও ২০ এ বর্ণিত আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) এইআইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা(৪) অনুযায়ী জব্দকৃত সম্পদ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তযোগ্য ও নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৪) বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার স্বত্ব স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক ফেরতযোগ্য হইবে।"।

৩৬। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের পূর্বে কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী।-- (১) সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে, যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ অথবা দখলে উক্ত সম্পদ থাকে, উক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসরণপূর্বক কারণ দার্শানোর নোটিশ জারী করিতে হইবে এবং নোটিশে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের সুযোগ এবং শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান ব্যতিরেকে কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বাজেয়াপ্তের আদেশ প্রদান করা যাইবেনা, যদি উক্ত ব্যক্তি প্রমান করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত সম্পদ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে-লব্ধ সম্পদ ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন না এবং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন।

৩৭। আপীল।-- (১) ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদত্ত বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধিত বা বাতিল করা হইলে অথবা এই আইনের কোন বিধান লংঘনপূর্বক কোন মামলা দায়ের করা হইলে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারা ৩৫ এর অধীন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি খালাসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান করা হইবে এবং যদি উক্ত বক্তির নিকট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফের প্রদান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট বিক্রয় হইয়াছেন গণ্যে, সম্পত্তি জব্দের দিন হইতে যুক্তিসঙ্গত সুদ গণনাপূর্বক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

পারস্পরিক আইনগত সহায়তা

৩৮। পারস্পরিক আইনগত সহায়তা।-- (১) যখন কোন সন্ত্রাসীকার্য এইরূপে সংঘটিত হয় বা উহার সংঘটনে এইরূপে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন করা হয় যাহাতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখন্ড সংশ্লিষ্ট থাকে, অথবা কোন সন্ত্রাসীকার্য বা উহার সংঘটনে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন কোন বিদেশী সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ড হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ডে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র অনুরোধ করিলে বাংলাদেশ সরকার, সন্তুষ্ট হইলে, এই ধারার পরবর্তী বিধানাবলী সাপেক্ষে, ফৌজদারী তদন্ত, বিচারকার্য বা বহিঃসমর্পন সম্পর্কিত চুক্তি মোতাবেক সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রকে আইনগত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) অনুরোধকারী রাষ্ট্র এবং অনুরোধপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি কিংবা পত্র বিনিময়ের ভিত্তিতে আইনগত সহযোগিতার শর্তাদি নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) আন্তঃরাষ্ট্রিক পারস্পরিক সম্মতি ব্যাতিরেকে কোন অপরাধের অভিযোগে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কোন নাগরিককে এই ধারার অধীনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে না;

তবে বাংলাদেশের কোন আদালতে একই অপরাধের অভিযোগে বিচার চলমান থাকিলে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বহিঃসমর্পণ কার্যকর করা হইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন পারস্পরিক আইনগত সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে, তাহার সম্মতি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলা বা তদন্ত কার্যে সাক্ষী হিসেবে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে।

(৫) যদি সরকারের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন মামলায় শুধুমাত্র তাহার গোত্র, ধর্ম, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বিচার করিবার বা শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে এই ধারার অধীন আইনগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে অনুরোধপ্রাপ্ত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনুরূপ কোন নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে বহিঃ সমর্পন বা পারস্পরিক আইনগত সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
সাধারণ বিধানবলী

৩৯। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা। -- (১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) হইবে।

(২) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ জামিন অযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

৪০। তদন্ত ও বিচার বিষয়ে পূর্বানুমোদনের অপরিহার্যতা।-- (১) জেলা ম্যাজস্ট্রেটের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন (sanction) ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

৪১। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে মামলা স্থানান্তর।-- সরকার, সাক্ষ্য সমাপ্তির পূর্বে বিচারের যে কোন পর্যায়ে, যুক্তিসঙ্গত কারণে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা মামলাসমূহ কোন দায়রা আদালত হইতে কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বা কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে কোন দায়রা আদালতে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৪২। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।-- সরকার , সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৪। মূল পাঠ এবং ইংরেজী পাঠ।-- এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল (ধারা-১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	সংগঠনের ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য

আশফাক হামিদ
সচিব।